জাত্য ভাষা এক স্থানীয় ভাষা

① প্রাবন্ধিক যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জাত্যভাষা এক স্থানীয় ভাষা প্রবন্ধে জাত্য ভাষার প্রয়োজন অনুভব করেছেন কেন? প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।

Ans:= প্রতিটি জাতির মানুষের ভাষা স্বতন্ত্র অথবা অঞ্চল ভেদে ভাষা স্বতন্ত্র হয়। কিন্তু যে রূপ ভাষা সকলে চেনে মানে সেইই তাদের ভাষা হয়েছে, একেই প্রাবন্ধিক জাত্য ভাষা বলেছেন। এটা কোন একটি স্থানের ভাষা, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গের ভাষা মিশে গিয়ে যে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়েছে তা নয় কোন একটি স্থানের চলিত ভাষা বাংলা ভাষার প্রকৃতি, সে স্থান হল দক্ষিণ রায়।

রায় বলতে ভাগীরথীর পশ্চিম নদীমাতৃক ভূ-ভাগ কে বোঝানো হয়েছে। রায়ের আবার দুই ভাগ উত্তর রায় ও দক্ষিণ রায়। ভাষার দিক থেকে দক্ষিণ রায় কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্বে ও দক্ষিণে ভাগীরথী পশ্চিমে দামোদর। এই ভূ ভাগকে বলেছেন পূর্ব কূল। পূর্বে দামোদর পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর। লেখক এই অংশকে মধ্যরায় বলেছেন। এখানকার প্রচলিত শব্দ নিয়ে বাঙ্গালা শব্দকোষ তৈরি করেছেন। লেখকের মতে মধ্য রায়ের চলিত অর্থাৎ মৌখিক ভাষায় জাত্য ভাষা এটাকে তিনি আদর্শ বলেননি, প্রকৃতি বলেছেন। কারণ এই অঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণির সকল মানুষের ভাষা। জাত্য ভাষার সঙ্গে এই অঞ্চলের মৌখিক ভাষা মিলালে দেখা যাবে দুই ভাষার প্রায় একই রকমের। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে এই অঞ্চলের ভাষায় লিখেছেন, তাছাড়া উত্তরে ঘনরাম, পূর্বে ভারতচন্দ্র, দক্ষিণে রামমোহন, পশ্চিমে মানিক রাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এরাও এই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আমরা যাকে কলকাতার ভাষা রাজধানীর ভাষা বলে থাকি এবং যাকে বিজ্ঞানে আদর্শ করা বলেছেন সে ভাষা মূলত মধ্য রায়ের ভাষা। কেউ কেউ বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্য পাঠ্য বইতে তার দেশের ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেটা ভুল, তিনি ভাষা তৈরি করেননি, যা ছিল সেটাকে তিনি ব্যবহার করেছেন।

প্রাবন্ধিক ভাস্কর রায়ের গরিমার কথা বলেছেন, অনেক গুণীজন এই খানে জন্মগ্রহণ করেছেন। যেমন - তর্কবাগীশ মহাশয় - এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও প্রবোধচন্দ্রের নাকি ভাস্কর রায়ের দুরি শ্রেণী গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র তার গ্রন্থে রায়দুমি না লিখে রায়পুরি লিখেছেন। দুরিশ্রেণী গ্রামের দুরগ্রাম পরগনার পারগ্রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ন্যায় কবিগণ প্রবোধ শ্রেণীর দুরিশ্রেণী গ্রাম অলংকৃত করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জাত নামের প্রয়োজন কতটা? প্রাবন্ধিক দুটি প্রয়োজনের কথা বলেছেন। এক - জাত নাম না থাকলে লেখকের নিজের ছেলের বা গ্রামের প্রতিষ্ঠিত নাম তাহার হয়ে যেই নাম থাকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত তার হওয়ার সম্ভাবনা হয় না। অনেকে বলবেন লেখকরা তার নাম নামের কারণ করতে পারেন। সেটা ঠিকই বটে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে নামের শ্রেণির মানুষ আছে এই প্রকার জাত নাম থাকলে থাকলের কাছে লেখকের নাম সাহিত্যের গৌরব বাড়বে। কয়েকজনের নাম নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম মিললে পরে মিলিয়েনামই নাম হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত, জাত নামের প্রয়োজন। কারণ নইলে ইতিহাসের নাম লিখে নামের বিপ্লব ঘটবে। তার ফলে মানুষ কোনটাকে গ্রহণ করবে সে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে। যদি লেখকে জাত নাম বা জাত নাম ঠিক করে দেওয়া যায় তাহলে সকলের জাত নাম সুবিধা হবে। সকলের ফল মনে রেখেই লেখক জাত নামের সাজাব দেওয়ার ব্যবস্থাপনা।

= o =

▨ বিদ্যাসাগর কীভাবে পিতৃভূমির মান রক্ষা করিয়াছিলেন?

Ans:- বিদ্যাসাগরের পিতৃভূমি ছিল মেদিনীপুর, আরামবাগের দাত আট মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের মাঝখানে, মেদিনীপুর ও বীরসিংহের মধ্যে প্রদেশ ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর অঞ্চলের লেখায় বই লিখেছিলেন,

তাছাড়া উত্তরে ঘনরাম, পূর্বে নরচন্দ্র, দক্ষিণে রামমোহন পশ্চিমে মানিকরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এদের রচিত বই পড়লে এই কথার উদাহরণ পাওয়া যাবে। অনেকে বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটোদের পাঠ্য বই ওর দেশের কথা লিখে গেছেন। কিন্তু তিনি কথা তৈরি করেননি যেমন পেয়েছিলেন তেমনি রেখে গেছেন। এইভাবে তিনি কিছু ভূমির মান রক্ষা করেছেন।

—০—

[4] 'একটা কাঠ কথা চাই'— লেখক কেন এ কথা বলেছেন? এ বিষয়ে তিনি কী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন?

Ans:- লেখক বলেছেন একটা কাঠ কথা চাই নইলে লেখক ইচ্ছে মতো যাই লিখে কথার শিল্প ঘটাতে পারেন। যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর প্রাপ্ত নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর ভূমিকা লিখেছিলেন। তিনি আমি না লিখে আর লিখেছেন। আমার কখনও লিখেছেন' তিনি হাসতে হাসতে নাজেহাল পড়িছেন।' কিন্তু হাসতে হাসতে লোকে ঢুলে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে, হাঁপিয়ে ওঠে কিন্তু নাজেহাল পড়ার কথা কোথাও কখনও শোনা যায়নি। তাই লেখক বলেছেন একটি সামান্য কথা থাকলে লেখকের সেই কথাটাকে ব্যবহার করবেন এবং সকলের পক্ষে বোধগম্য হবে।

—০—

[5] 'চন্দ্রবিন্দু এক বিপত্তি'— এ কথা বলার কারণ কী?

⇒ প্রাবন্ধিক বলেছেন চন্দ্রবিন্দুর আকার নাম অর্থ অনুস্বার। কোথাও কখন প্রচলিত কোথাও আবার বিকল্প কোথাও আবার অপ্রচ। মক্ষ কাঁচ অপ্রচ। যেমন- কাঁচা, কোঁচা, চেঁকুর, কুঁড়ে, আঁচ, চাঁদা, হাঁসি নেই। কিন্তু ধোঁয়া, ধোঁকা আছে। পুঁথি, পুথি দুটোই প্রচলিত ছিল। চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের কোনো নিয়ম ছিল না। বাঁকুড়া জেলা থেকে উত্তর বঙ্গ এবং গঙ্গার পূর্ব পার পর্যন্ত চন্দ্রবিন্দু দেওয়ার রীতি ছিল।